আজকের কাগজ

তারিখ 06 APR 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

ছাত্রদলের সন্ত্রাসিদের হাতে সাংবাদিক লাঞ্ছিত

হলে হলে অস্ত্রধারিদের দৌরাত্মের মধ্যে আজ ঢা.বি'র ক্লাশ শুরু

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে এখনো অস্ত্রধারিরা বহাল তবিয়তে অবস্থান করছে। হলগেটে অস্ত্রসহ অস্ত্রধারিরা সার্বক্ষণিক প্রহরারত। হলের ভেতরে তৈরি হচ্ছে বোমা। সাধারণ ছাত্ররা যত্রতত্র লাঞ্ছিত হচ্ছে বহিরাগত অস্ত্রধারী অশিক্ষিত মাস্তানদের হাতে। ইদানীং অস্ত্রধারিরা চড়াও হয়েছে সাংবাদিকদের ওপর। হলে হলে পেছনের দেয়ালসহ বিভিন্ন দেয়াল ভেঙে পালানোর গোপন রাস্তা তৈরি হয়েছে। হলে অবস্থানরত অস্ত্রধারিদের একজন বলেন, আমরা এখন ভিভিআইপি'র মতো আছি। এদিকে আজ তেকে নিয়মিত একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। উপাচার্যসহ সমস্ত প্রশাসন যতো দ্রুত সম্ভব একাডেমিক কার্যক্রমে হয়ে যাওয়া ক্ষতিপুরণে সচেষ্ট। উল্লেখ্য, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বইমেলা উদ্বোধনের সময় জগন্নাথ হলে পুলিশী এ্যাকশনের পর থেকে গত তিন মাসাধিক কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হলের পেছনের দেয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছে। একটি সূত্রে জানা যায়, গত ২ এপ্রিল ডিবি পুলিশকে দেয়ালের ভেঙে ফেলা অংশে অবস্থান নিতে বলা হয়েছিলো। কিন্তু পুলিশ এই অংশটি খুঁজে পায়নি। এফ রহমান হলে পুলিশী তল্লাশির সময় অস্ত্রধারিরা এদিক দিয়ে হল ত্যাগ করেছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। হলের সাধারণ ছাত্ররা জানায়, রাত এগারোটার পর হলে অস্ত্রধারিরা কাউকে প্রবেশ করতে দেয় না, টিভি রুম বন্ধ, পাঠকক্ষে কোনো পত্রিকা দেয়া হয়না। অস্ত্রধারিরা হলগেটে বসে পত্রিকা পড়ে। অন্য কাউকে পত্রিকা পড়ার সুযোগ দেয়া হয় না। শুধু এফ রহমান হল নয় প্রতিটি হলে একই অবস্থা।

এর পর ২—এর পাতায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

ছাত্রদলের সশস্ত্র মাস্তানদের হাতে সাংবাদিক লাঞ্ছিত

প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের ৩ জন সশস্ত্র মাস্তান 'দৈনিক ইত্তেফাকের' বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার আনোয়ার-আলদ্বীনকে জীবননাশের হুমকি দিয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সমিতি গতকাল রাতে ঢা.বি উপাচার্যের বাসভবনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। উপাচার্য বলেছেন, হুমকিদানকরী মাস্তানদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কঠোর পদক্ষেপ নেবে। এ সময় ঢাবি প্রক্টর এবং সূর্যসেন হলের প্রভোষ্ট উপস্থিত ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার রাত দেড়টার দিকে আনোয়ার-আলদ্বীন 'দৈনিক ইত্তেফাক' অফিস থেকে সরাসরি তার আবাসিক হলে (সূর্যসেন হল) আসে। এ সময় হল গেটে তিনজন সশস্ত্র যুবক অবস্থান করছিলো। এরা প্রত্যেকেই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কর্মি। তারা আনোয়ারের পথ রোধ করে এবং পরিচয়পত্র দেখতে চায়। পরিচয়পত্র হাতে নিয়ে মাস্তানরা আনোয়ারকে বলে, 'সূর্যসেন হলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা তুই অন্যান্য রিপোর্টারদের জানিয়েছিস। তোর লাশ ফেলে দেয়া হবে।" মাস্তান এয় আরো বলে, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক লাশ ফেলা হয়েছে। কারো বিচার হয়নি। তোর লাশ ফেললেও বিচার হবে না।" এ সময় সূর্যসেন হল শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মামুন ঘটনাস্থলে আসে। আনোয়ার মামুনকে সব ঘটনা জানায়। মামুন বলে, তুমি এই হলে থাকো, হলের প্রতি তোমার একটা দায়িত্ব আছে। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটা তোমার জানানো উচিত হয়নি। এরপর মামুন অস্ত্রধারী মাস্তানদের কিছু না বলে স্থান ত্যাগ করে। উল্লেখ্য, মামুন মাসদেড়েক আগেও সাংবাদিকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের অভিযোগে ছাত্রদলের সভাপতির উপস্থিতিতে লিখিতভাবে ভুল স্বীকার করেছিলো। এ অবস্থায় আনোয়ার সারারাত জেগে কাটায় এবং পাঁচটায় হল ত্যাগ করে চলে আসে। অস্ত্রধারী তিনজনের দু'জনকে আনোয়ার আগেও হলে অস্ত্রবাজি করতে দেখেছে।